দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 0.8 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১ ...

27

মেধাক্রমানুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে

কলেজ ভার্সিটি মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা হবে না

দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী কলেজ এবং সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলতি বছরে ভর্তির জন্য কোন ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রাপ্ত নম্বরের ক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সভাকক্ষে শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানগণ এবং ঢাকা মহানগরীর ডিগ্রী কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দের উপস্থিতিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, স্নাতক কলেজ এবং সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসন সংখ্যা নির্ধারণ করে আগাম বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। মোট শূন্য আসন সংখ্যার অতিরিক্ত আরো শতকরা ৫০ ভাগ আসনের জন্য একটি অপেক্ষমান তালিকাও প্রণয়ন করবে। এই উভয় তালিকা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে। অপেক্ষমান তালিকা থেকে শূন্য আসনে ভর্তি করা প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রেও

(৮–এর পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ## কলেজ ভার্সিটি মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা হবে না

মেধাক্রম পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন করতে হবে। ভর্তির জন্য কোন পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং ভর্তি পরীক্ষার জন্য কোন ফিসও গ্রহণ করা যাবে না॥

তাছাড়া সভায় দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি এবং মেডিক্যাল কলেজসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্যও একই পদ্ধতি অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মেধাক্রমানুসারে শিক্ষার্থী ভর্তির সুপারিশ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ভর্তি সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি ও নীতিমালা যথাশীঘ্র সম্ভব সংশোধন করবে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন সমন্বয় করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সংশ্লিষ্ট উপাচার্য ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ভর্তির জন্য ছাত্র–ছাত্রী নির্বাচনের সমন্বিত সময়সূচী নির্ধারণ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দ্রুত বর্ধিষ্ণু ভর্তিচ্ছু ছাত্র–ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এছাড়া আরও সিদ্ধান্ত হয়, উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের চলতি ১৯৯৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার ৯০ দিনের মধ্যে তাদের নির্ধারিত আসনে ভর্তিচ্ছু ছাত্র–ছাত্রী নির্বাচন করবে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডসমূহ পাবলিক পরীক্ষার মার্কশীটের অনুলিপি যথাশীঘ্র সম্ভব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদান করবে এবং ভর্তিচ্ছু ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য এড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভর্তির আবেদনের জন্য পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর ধার্য করবে। ভর্তির জন্য সরকার কর্তৃক জাতীয়ভাবে নির্ধারিত কোটা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কোটা প্রথা থাকবে না। যেহেতু ভবিষ্যতে শুধু পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে, স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির জন্য ছাত্র–ছাত্রী নির্বাচন করা হবে, সেহেতু পাবলিক পরীক্ষাসমূহকে আরো উন্নত, সুষ্ঠু, বস্তুনিষ্ঠ ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়।